



টুজি থ্রিজি ফোরজি ও ওয়াইম্যাক্সের পার্থক্য

হাসান মাহমুদ

বাংলাদেশে অবশেষে ধরা দিল বহুল প্রতীক্ষিত থ্রিজি নেটওয়ার্ক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী টেলিটক নিয়ন্ত্রিত থ্রিজির পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহারের কথা জানালেন সুস্পষ্টভাবেই। এটি বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন। তবে প্রান্তিক মানুষের কিংবা দেশের রাজস্ব বাড়াতে এ প্রযুক্তি কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে জনমনে অন্তহীন সংশয় তৈরি হয়েছে। এমনকি থ্রিজির অন্যতম বাহক তরুণ প্রজন্মের কাছেও এ সেবার দিকগুলো স্পষ্ট নয়। টেলিটক থ্রিজি নিয়ে আলোচনা করার আগে আসুন জেনে নিই টুজি, থ্রিজি, ফোরজি ইত্যাদি নেটওয়ার্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে।

টুজি কী

টুজি (2 G- 2nd Generation) দিয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের তারবিহীন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম ফিনল্যান্ডের টেলিযোগাযোগ কোম্পানি Radiolinja (বর্তমানে Elisa Oyj) GSM স্ট্যান্ডার্ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে টুজি মোবাইলের প্রচলন শুরু করে। আগের ১-জি মোবাইল প্রযুক্তিতে অ্যানালগ রেডিও সিগন্যাল ব্যবহার হতো; টুজি মোবাইল প্রযুক্তিতে ডিজিটাল রেডিও সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়।

টুজি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা

টুজি মোবাইলের উদ্ভাবন টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। যেমন :

- * টুজি মোবাইল আগের ১-জি মোবাইলের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও দ্রুতগতির নেটওয়ার্ক সুবিধা দেয়।
- * টুজি মোবাইল প্রযুক্তি গ্রাহক ও প্রেরক উভয়ের কথোপকথনের নিরাপত্তা দেয়। কারণ এই প্রযুক্তির সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কথোপকথনের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়।
- * টুজি প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে কথোপকথন ছাড়াও ডাটা ট্রান্সফার, যেমন টেক্সট মেসেজ, পিকচার মেসেজ এবং মাল্টিমিডিয়া মেসেজ দেয়া-নেয়ার সুবিধা পাওয়া যায়।
- * টুজি প্রযুক্তির ব্যবহারে ক্ষতিকর রেডিয়েশনের হার আগের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমায।
- * এ প্রযুক্তি ব্যবহারে জালিয়াতির ঘটনা একেবারেই কমে আসে। আগের অ্যানালগ পদ্ধতিতে দুটি হ্যান্ডসেটে একই নম্বর ব্যবহার করা সম্ভব হতো, যা টুজি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।
- * রেডিওস্ক্যানার বা একই ধরনের শক্তিশালী

ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করেও টুজি মোবাইল কল আড়ি পেতে শোনা প্রায় দুঃসাধ্য।

টুজি মোবাইল ব্যবহারের অসুবিধা

টুজি মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহারের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন :

- * কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দুর্বল ডিজিটাল সিগন্যাল টাওয়ারে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে টুজি প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি সমস্যা, তবে নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যবহৃত টুজি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটি তেমন কোনো সমস্যা নয়।
- * ভালো আবহাওয়ায় ডিজিটাল টুজি মোবাইলে স্পষ্ট শব্দ শোনা যাবে, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ায় প্রায়শই টুজি সিস্টেম বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে ১-জি অ্যানালগ অপেক্ষাকৃত ভালো সার্ভিস দেয়। চূড়ান্ত খারাপ পরিস্থিতিতে টুজি সিস্টেম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু ১-জি সাধারণত পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয় না, ন্যূনতম সংযোগ ধরে রাখতে পারে।

থ্রিজি কী

থ্রিজি (3 G- 3rd Generation) প্রযুক্তি একটি স্ট্যান্ডার্ড মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম, যা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (ITU) নির্ধারিত ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনের 2000 (IMT-2000) শর্তগুলো পূরণ করে। IMT-2000 স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান শর্তানুযায়ী এই প্রযুক্তিতে কমপক্ষে 200kbit/s অর্থাৎ প্রায় .2mbit/s গতিতে ডাটা ট্রান্সফারের সুবিধা থাকতে হবে।

থ্রিজি মোবাইল ব্যবহারের সুবিধা

- * থ্রিজি মোবাইল প্রযুক্তি খুবই উচ্চ গতিসম্পন্ন ডাটা ট্রান্সফারের সুবিধা দেয়। ডাউনলিঙ্কের ক্ষেত্রে এই গতি 14mbps এবং আপলিঙ্কের ক্ষেত্রে 5.8 mbps.
- * থ্রিজি মোবাইলে খুবই শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভয়েজ দেয়া-নেয়ার পাশাপাশি ভয়েজ মেসেজ, টেক্সট মেসেজ, ছবি তোলা, অডিও ভিডিও রেকর্ডিং, হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্রাউজিং, গেমিং ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। আগে ৩ মিনিটের একটি গান টুজি মোবাইলের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে ৬-৯ মিনিট সময় লাগত। বর্তমানে থ্রিজি প্রযুক্তির সাহায্যে তা ১১-৯০ সেকেন্ডেই করা সম্ভব।
- * থ্রিজি মোবাইলের সাহায্যে মোবাইলে টিভি দেখা এবং টেলিকনফারেন্সের সুবিধা ভোগ করা সম্ভব।

থ্রিজি কবে প্রথম চালু হয়

২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাপানের NTT Docomo সর্বপ্রথম জাপানে থ্রিজি মোবাইল উদ্বোধন করে। ইউরোপে সর্বপ্রথম টেলিনর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করে ২০০১-এর ডিসেম্বরে। এসকে টেলিকম ২০০২-এর জানুয়ারিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রথম থ্রিজি চালু করে। মে ২০০২-এ KT দক্ষিণ কোরিয়ায় দ্বিতীয় থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু করে। জুলাই ২০০২-এ Verizon Wireless আমেরিকায় সর্বপ্রথম থ্রিজি নেটওয়ার্কের সফল প্রবর্তন করে। পরে AT&Tও যুক্তরাষ্ট্রে থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করে।

জুন ২০০৩-এ Hutchinson Telecommunications অস্ট্রেলিয়ায় বাণিজ্যিকভাবে থ্রিজি প্রচলন শুরু করে। আফ্রিকায় প্রথম থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু করে Emtel। ২০০৭ সালের জুনের মধ্যে ২০ কোটি গ্রাহক বিশ্বব্যাপী থ্রিজি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হয়। তবে ৩০০ কোটি মোবাইল গ্রাহকের তুলনায় এই সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় থ্রিজি ব্যবহারকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ, প্রায় ৭০ শতাংশ। অন্য যেসব দেশ থ্রিজি ব্যবহারে এগিয়ে আছে সেগুলো হচ্ছে ইতালি, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুর। চীন ২০০৯ সালের ১ অক্টোবর থ্রিজি মোবাইলের আনুষ্ঠানিক প্রচলন শুরু করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় নেপাল সর্বপ্রথম থ্রিজি মোবাইল চালু করে। পাকিস্তান ২০০৮ সালের মাঝামাঝি, ভারত ১১ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে, আফগানিস্তান ২০১২ সালের ১৯ মার্চ থ্রিজি প্রযুক্তির প্রবর্তন করে। বাংলাদেশে সিটিসেল একটি নেশনওয়াইড থ্রিজি মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিস চালু করে; কিন্তু ভয়েস নেটওয়ার্ক না থাকায় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ এখনও টুজি যুগেই অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে সরকারি কিছু বিধিনিষেধ ও সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এ বছর চালু হলো টেলিটক থ্রিজি।

ফোরজি কী

মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনের সর্বাধুনিক সংস্করণ ফোরজি। এটি সম্পূর্ণরূপে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক একটি টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম, যা গ্রাহককে আন্ট্রা-ব্রডব্যান্ড মোবাইল ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেয় থাকে। ফোরজি প্রযুক্তি হচ্ছে থ্রিজি মোবাইলের আধুনিকতর সংস্করণ। এই প্রযুক্তি এখনও গ্রাহক পর্যায়ে সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। ফোরজি মোবাইলের পুরোপুরি বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিপণন শুরু হলে তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে ▶

এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফোরজি মোবাইলের বৈশিষ্ট্য

২০০৮ সালের মার্চে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন রেডিও কমিউনিকেশন সেক্টর ফোরজি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বাধ্যতামূলক হিসেবে নির্ধারণ করে, যা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনস অ্যাডভান্স (IMT-Advanced) স্পেসিফিকেশন নামে পরিচিত। ফোরজি মোবাইলের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- * ডাটা ট্রান্সফারের গতি হাই মোবিলিটি স্টেশন (যেমন ট্রেন, বাস ইত্যাদি) এবং লো মোবিলিটি স্টেশন (যেমন পথচারী, ইনডোর ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যথাক্রমে ন্যূনতম ১০০ মেগাবাইট/সেকেন্ড এবং ১ গিগাবাইট/সেকেন্ড হতে হবে।
- * এই প্রযুক্তির ডাটা ট্রান্সফার পুরোপুরি ইন্টারনেট প্রটোকল প্যাকেট সুইচ নেটওয়ার্কভিত্তিক হতে হবে।
- * একই স্পেকট্রাম থেকে সর্বাধিকসংখ্যক গ্রাহককে সেবা দিতে হবে।
- * পরিমাপযোগ্য চ্যানেল ব্যান্ডউইডথ ন্যূনতম ৫-২০ মেগাহার্টজ এবং ক্ষেত্রবিশেষ ৪০ মেগাহার্টজ পর্যন্ত হবে।
- * ডাউনলিঙ্কের ক্ষেত্রে লিঙ্ক স্পেস্ট্রাল ইফিসিয়েন্সি 15bit/s/Hz এবং আপলিঙ্কের ক্ষেত্রে 6.75 bit/s/Hz হতে হবে।
- * এসব বৈশিষ্ট্যই শুধু LTE Advanced (Standardized by 3GPP) এবং 802.16m (standardized by the IEEE) এই দু'টি প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করবে।

ফোরজি মোবাইল ব্যবহারের সুবিধা

- * ফোরজি মোবাইলে রয়েছে সর্বোচ্চ গতির ডাটা ট্রান্সফারের সুবিধা।
- * এই প্রযুক্তিতে গ্রাহক সবসময় মোবাইল অনলাইন ব্রডব্যান্ডের আওতায় থাকতে সমর্থ হবেন।
- * এতে হাই ডেফিনিশন টেলিভিশন এবং ভিডিও কনফারেন্সের সুবিধা পাওয়া যাবে।
- * এই প্রযুক্তিতে গ্রাহকের কথোপকথন ও ডাটা ট্রান্সফারের নিরাপত্তা অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।
- * ফোরজি মোবাইল গ্রাহককে ভয়েস মেসেজ, ফ্যাক্স, মাল্টিমিডিয়া মেসেজ, অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং ইত্যাদি সুবিধাও দেবে।

ওয়াইম্যাক্স কী

ওয়াইম্যাক্স (Wimax-Worldwide Interoperability for Microwave Access) হচ্ছে বৃহত্তর ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে তারবিহীন উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধাদানকারী একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি মূলত IEEE ৮০২.১৬ স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। ওয়াইম্যাক্স বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধুনিক এবং সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট প্রটোকল সার্ভিস।

এই প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ ১ গিগাবাইট/সেকেন্ড গতিতে ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব।

ওয়াইম্যাক্সের বৈশিষ্ট্য

- * গতানুগতিক ক্যাবল মডেম এবং ডিএসএল পদ্ধতির চেয়ে এর ডাটা ট্রান্সফারের গতি এবং এলাকা অনেক বেশি। সাধারণ ওয়াইফাই (wifi) বা ল্যান (LAN) যেখানে ৩০ মিটার থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেকটিভিটি দেয়, সেখানে ওয়াইম্যাক্স ৫০ কিমি বা ৩০ মাইল জুড়ে মেট্রোপলিটন ওয়ার্ল্ডস এরিয়া নেটওয়ার্কের সুবিধা দেয়।
- * ওয়াইম্যাক্সের সাহায্যে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক টেলিফোন এবং টেলিভিশন সুবিধা ভোগ করা যায় (যদিও ইন্টারনেট প্রটোকলের সাহায্যে টেলিফোন সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কিছু বিধিনিষেধ বিদ্যমান থাকায় এই সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।)।
- * ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোনো ধরনের মোবাইল ডিভাইসের সাহায্যে আন্তঃনগর এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সম্ভব। ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে ভয়াবহ সুনামির পর দুর্গত এলাকায় সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শুধু ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেখান থেকে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয় এবং দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহ সম্ভব হয়।

ওয়াইম্যাক্সের জন্য বরাদ্দ স্পেকট্রাম

ওয়াইম্যাক্সের জন্য সার্বজনীন কোনো একক স্পেকট্রাম নেই। তবে 'ওয়াইম্যাক্স ফোরাম (Wimax Forum)' ৩টি লাইসেন্সড স্পেকট্রাম প্রোফাইল প্রকাশ করেছে। এগুলো হচ্ছে ২.৩ গিগাহার্টজ, ২.৫ গিগাহার্টজ এবং ৩.৫ গিগাহার্টজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Sprint Nextel এবং Clearwire ২.৫ গিগাহার্টজের স্পেকট্রাম ব্যবহার করে। এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত ২.৩ গিগাহার্টজ থেকে শুরু করে ক্ষেত্রবিশেষ ৩.৩ গিগাহার্টজ পর্যন্ত স্পেকট্রাম ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তানের Wateen Telecom ৩.৫ গিগাহার্টজের স্পেকট্রাম ব্যবহার করে থাকে।

বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলালায়ন কমিউনিকেশন লি. কিউবি এবং আগুরে ওয়ার্ল্ডস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লি. ২০০৮ সালের ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ওয়ার্ল্ডস অ্যাক্সেস সেবা দেয়ার জন্য ওয়াইম্যাক্স টেকনোলজি ব্যবহারের লাইসেন্স লাভ করে। ওপেন বিড প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বাংলালায়ন ২.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ড কিনে নেয়। পরে Augure Wireless 'Qubee' ব্র্যান্ড নামে ওয়াইম্যাক্স সার্ভিস চালু করে।

ওয়াইম্যাক্স বনাম থ্রিজি

বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত ইস্যু হচ্ছে ওয়াইম্যাক্স এবং থ্রিজি প্রযুক্তির মধ্যে কোনটি অধিকতর উন্নত।

এক্ষেত্রে প্রদত্ত যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

- * ওয়াইম্যাক্স যেখানে ন্যূনতম ৭০ এমবিপিএস গতির ডাটা ট্রান্সফার সুবিধা দেয়, সেখানে থ্রিজির ক্ষেত্রে এই গতি ১৪.৪ এমবিপিএস।
- * ওয়াইম্যাক্সের সাহায্যে টেলিফোন সুবিধা এখনও প্রচলিত নয়, যা থ্রিজি মোবাইলের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।
- * ওয়াইম্যাক্স ব্যবহারের জন্য থ্রিজি মোবাইলের মতো এত বেশি টাওয়ার স্থাপন করতে হয় না।
- * থ্রিজি মোবাইল প্রযুক্তির চেয়ে ওয়াইম্যাক্স বিশ্বব্যাপী অনেক বেশি প্রচলিত। বাংলাদেশে সবেমাত্র থ্রিজি চালু হলেও বিশ্বের অনেক দেশে এখনও থ্রিজি প্রযুক্তির প্রচলন হয়নি, কিন্তু ওয়াইম্যাক্স ব্যবহার হচ্ছে।

অবশেষে সোনার হরিণ টেলিটক থ্রিজি

অবকাঠামো নির্মাণকাজ সম্পন্ন না হওয়াসহ হাজারো অসম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মোবাইল অপারেটর টেলিটকের থ্রিজি মোবাইল সেবা। এ মুহূর্তে টেলিটকের প্রতিটি থ্রিপেইড গ্রাহক থ্রিজি সেবার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন। তবে একটানা তিন মাসে তিন ধাপে ৫০০ টাকা করে নিবন্ধন ফি দিলেই এ সেবার নিবন্ধিত গ্রাহক হওয়া সম্ভব। টেলিটকের থ্রিজি সেবাজুত হতে প্রথমে মোবাইলে ৫০০ টাকা ব্যালেন্স নিশ্চিত করে গ্র্যাভিটি (Gravity) লিখে ৬৬৬ নম্বরে এসএমএস (চার্জ প্রযোজ্য নয়) পাঠাতে হবে। এরপর নিবন্ধিত টেলিটক গ্রাহক গ্র্যাভিটি ক্লাবের সদস্য হবেন। তবে এখানেই শেষ নয়। এরপর পরবর্তী আরো দুই মাসে দুই কিস্তিতে ৫০০ টাকা করে এক হাজার টাকা নিবন্ধিত ফি দিতে হবে। সব মিলিয়ে তিন মাসে দেড় হাজার টাকার নিবন্ধন ফি দিলেই থ্রিজি সেবার জন্য গ্র্যাভিটি ক্লাবের সদস্যপদ বহাল থাকবে। তবে গ্র্যাভিটি ক্লাবের সদস্য হলে বাস্তব অফার দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে পালস সুবিধা। সর্বমোট ৬০০ মিনিট টকটাইম সুবিধা। এ প্যাকেজে ৩০০ মিনিট অননেট আর ৩০০ মিনিট অফনেট টকটাইম প্রযোজ্য। আর বোনাস অফারে থাকছে থ্রিজি গ্র্যাভিটি ক্লাবের গ্রাহক হওয়ার সুযোগ। এ ক্লাবের সদস্য হিসেবে সর্বোচ্চ রিচার্জকারীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে থ্রিজি সংযোগ দেয়া হবে। আর গ্র্যাভিটি নিবন্ধিত প্রতিটি সদস্যই পাবেন এক গিগাবাইট ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ। এটি ৩০ দিন পর্যন্ত উপভোগ করা যাবে। আপাতত এ সুযোগ শুধু ঢাকা, টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ ছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেট এবং কক্সবাজার শহরের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে ১২৩৪ নম্বরে কথা বলতে পারবেন। থ্রিজির প্রচারণায় এমন সব তথ্যই দিয়েছে টেলিটক।

ফিডব্যাক : faisalb01@gmail.com